# অনির্বান বাতিঘর ঃবিজয়ের মাসে বিপন্ন স্বদেশ

## মিনার মনসুর।।

দেশে-বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের মুখে এখন একটাই প্রশ্ন ঃ সত্যিই কি বাংলাদেশ বিপন্ন? দেশকে বাঁচানোর কোন পথ কি খোলা নেই? সবার মন আকুলিবিকুলি করছে দেশের জন্য। তারা কিছু করতে চায়। কিন্তু চোখের সামনে একটু একটু করে প্রাণপ্রিয় মাতৃভুমিকে তলিয়ে যেতে দেখেও কেউ কিছু করতে পারছে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েছে বাংলাদেশ। তারা দেশকে বাঁচানোর সব পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে একে একে।
সত্যি বলতে কি, আমাদের এই প্রিয় স্বদেশ তার জন্মের পরে এতটা বিপন্ন বোধকরি আর কখনও হয়নি।
বাংলাদেশের স্থপতি এবং বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটেছে এ দেশে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চারনেতাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে কারাগারের ভেতরে। একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানে প্রাণ হারিয়েছে বহু নিরপরাধ মানুষ। সামরিক বুটের তলায় সংবিধান শুধু নয়, একই সঙ্গে পিষ্ট হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের বহু অমুল্য অর্জন। বহু বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে করুণভাবে। অন্যদিকে এখন একাত্তরের নরঘাতকদের গাড়িতে পতপত করে ওড়ানো হয়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। যে জাতীয়সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা ও সংবিধানের জন্য এ দেশের লাখ লাখ বীর সন্তান তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে এই সেদিনও সেই জাতীয়সঙ্গীত বদলের ঔদ্ধত্যপুর্ণ দাবি তোলা হয়েছে। পদদলিত করা হয়েছে জাতীয় পতাকা। সংবিধান থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। সংবিধানে জুড়ে দেয়া হয়েছে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতার সব মালমশলা। সংখ্যালঘুদের পরিণত করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে।
কিন্তু এতসব অপকর্ম সত্ত্বেও বাংলাদেশ এর আগে আর কখনও এতটা বিপন্ন হয়নি। এতটা নৈরাশ্যকবলিত হয়নি এ দেশের মানুষ।

২.

অভাবনীয় সব কাণ্ড ঘটে চলেছে চারপাশে। যে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্র ও সংবিধানের অভিভাবক মনে করা হয়, সেই রাষ্ট্রপতির কাজকারবার দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সর্বস্তরের মানুষ। তিনি নির্দলীয় ব্যক্তি ছিলেন না, তারপরও তিনি নির্দলীয় প্রধান উপদেষ্টার পদটি দখল করে নিয়েছেন সংবিধানের তোয়াক্কা না করেই। তারপরও তার সামনে নিরপেক্ষতা প্রমাণের সুযোগ ছিল; কিন্তু তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে তিনি নিরপেক্ষ নন। শেষ ভরসা হিসেবে ৭৬ বছর বয়সী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকটির কাছে দেশবাসী অন্তত সরলতা, সততা ও সত্যবাদিতার মতো কিছু সদগুণ আশা করেছিল। কিন্তু তিনি শুধু তার উপদেষ্টাদের সঙ্গেই নয়,

পুরো জাতির সঙ্গেই অব্যাহতভাবে কপট ও অসততাপুর্ণ আচরণ করে চলেছেন। এখন সবাই জানেন, তার অনুমোদিত 'প্যাকেজ প্রস্তাব'-এর বাস্তবায়ন ব হয়ে গিয়েছিল তারই অঙ্গুলিহেলনে। তার এই অস্বচ্ছ ও অগ্রহণযোগ্য ভুমিকার প্রতিবাদে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে খুবই যোগ্য ও মর্যাদাবান ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ এখন প্রধান উপদেষ্টা বলছেন, প্যাকেজ প্রস্তাব অচিরেই বাস্তবায়ন হবে। প্রশ্ন হলো, এখন করা গেলে তখন করা হলো না কেন? তার মানে কি এটাই যে, প্রধান উপদেষ্টা ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্কট সৃষ্টি করে ৪ জন উপদেষ্টাকে পদত্যাগের দিকে ঠেলে দিয়েছেন? একই সঙ্গে নির্বাচনে যেতে উন্মুখ ১৪ দলকে নির্বাচনবিমুখ করে তোলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন সুপরিকল্পিতভাবে? তখন প্যাকেজ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে তারা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল এবং সেটা সম্ভবও ছিল তাদের পক্ষে। কিন্তু এখন ডিসেম্বরের ১৯, ২০ বা ২১ তারিখে সেই প্রস্তাব যদি তিনি বাস্তবায়নও করেন (যেহেতু ওয়াদা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রেও তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন), তাহলে ১৪ দলসহ তাদের সমমনা দলগুলো কীভাবে নির্বাচনে অংশ নেবে? তার মানে বিএনপি-জামায়াতের মতো প্রধান উপদেষ্টাও কি চান যে বেগম জিয়া ও নিজামীর নেতৃত্বাধীন জোট সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে আর অন্যরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় দৌড় শুরু করবে? শিক্ষকদের এ দেশের মানুষ চিরকাল সরল ও সৎ মানুষ হিসেবে জেনে এসেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিন মানুষের সেই বিশ্বাসকে চিরদিনের জন্য পদপিষ্ট করে দিয়েছেন।

এখন প্রধান উপদেষ্টা যখন 'সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের' কথা বলেন এবং জনপ্রশাসন ও পুলিশকে আন্তরিকতা ও সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার' সঙ্গে দায়িত্ব আহ্বান জানান তখন তিনি আসলে কি বলতে চান সেটা বুঝতে অন্তত প্রজাতন্ত্রের ঝানু কর্মকর্তাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তারা আকলমন্দ, তাদের জন্য ইশারাই কাফি! তবে দেশের মানুষকে ইয়াজউদ্দিন এবং তার নেপথ্য প্রভুরা যতটা বোকা মনে করছেন, দেশের মানুষ ততটা বোকা নন। তারাও যথাসময়ে প্রধান উপদেষ্টাকে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে কসুর করবেন বলে মনে হয় না।

৩.

মানুষ একটি অর্থবহ নির্বাচনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের গত ৫ বছরের যাবতীয় দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিতে চায়। গঠন করতে চায় তাদের মনমতো একটি সরকার। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিন এবং নির্বাচন কমিশনের একের পর এক ভেলকিবাজি দেখে তারা এটা বুঝে গেছেন যে বিএনপি-জামায়াতের আজ্ঞাবহ এই চক্রটি কোন অবস্থাতেই দেশে সবার অংশগ্রহণে কোন অবাধ নির্বাচন হতে দেবে না। বিএনপি-জামায়াতকে আবার ক্ষমতায় বসানোর জন্য যা যা করা দরকার তারা সেটাই করবে এবং এখনও তাই করে চলেছে। এটা বিজয়ের মাস। সেদিক থেকে আরও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, এসব ঘটনার আকস্মিকতায় চাপা পড়ে গেছে বিজয়ের অবিস্মরণীয় সব স্মৃতি ও গৌরবগাথা। রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে যারা বসে আছেন তারা হয়তো সেটাই চান। ক্ষমতার রিমোট কন্ট্রোল যাদের হাতে, সেই বিএনপি-জামায়াতের চাওয়া সম্ভবত আরও বেশি। তারা মুক্তিযুদ্ধ নামক বিষয়টিকে চিরতরে মুছে ফেলতে পারলেই খুশি হন। এ কথায় কেউ কেউ নাখোশ হলেও হতে পারেন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও এটাই বাস্তবতা।

কত আর দৃষ্টান্ত দেব! উদাহরণের কি শেষ আছে?

এখন তো কোন দলীয় সরকার ক্ষমতায় নেই। তারপরও রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা কিংবা উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্য কি একবারও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির স্থপতি বঙ্গবুর প্রতি ন্যুনতম কোন সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন? শ্রদ্ধা প্রদর্শন দুরে থাক, তার নাম পর্যন্ত উচ্চারিত

হয়নি রাষ্ট্রের কোন পর্যায় থেকে। সন্দেহ নেই মুক্তিযুদ্ধ শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবুর নামও তারা মুছে ফেলতে চায়।
বিএনপির এক নেতা সম্প্রতি একাত্তরে কি হয়েছিল সেটা ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন দেশের মানুষকে। আরেক নেতা অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন দেশবাসীকে। বিএনপির খুবই প্রভাবশালী এক নেতা তো বহু আগেই বলে দিয়েছেন শিবির ও ছাত্রদল হলো 'মায়ের পেটের ভাই'! বাস্তবেও তারা এখন সেভাবেই কাজ করছে। বিজয় দিবসে মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা আলবদর বাহিনীর প্রধান জামায়াত নেতা আলী আহসান মুজাহিদের কাঁধে হাত রেখে 'স্বাধীনতার শত্রুদের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন (সম্মানিত পাঠক, দয়া করে 'স্বাধীনতার শত্রু' বলতে জামায়াত-শিবির বুঝবেন না। জনাব খোকা আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলকেই 'স্বাধীনতার শত্রু' বলে মনে করেন)।
আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন বিএনপির আরেক নেতা বলেছেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি (আমাদের সময়, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৬)। তাহলে স্বাধীনতা কে চেয়েছিল? কার নেতৃত্বে সেই ১৯৮৪ সাল থেকে দীর্ঘ বুর পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করল? কেন, জিয়াউর রহমান! সে কথা বিএনপি-জামায়াত ও ফ্রিডম পার্টির নেতারা এতদিন মুখে বলেছে। এবার ক্ষমতায় এসে তারা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের দলিলদস্তাবেজও পাল্টে ফেলেছে। আর ক্ষমতা ছাড়ার প্রাক্কালে পাল্টে ফেলেছে সংবিধানের মুখবও।
আপনি হয়তো বলবেন, গায়ের জোরে দলিল-দস্তাবেজ পাল্টালেও ইতিহাস পাল্টানো যায় না। সত্যকে চাপা দেয়া যায় না মিথ্যা দিয়ে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন সেই কথা। তিনি বলেছেন, যদি তাই হতো তাহলে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বাসঘাতক হিসেবে জিয়াকে অভিযুক্ত করতেন এবং শাস্তি দেয়ার কথা বলতেন। জেনারেল ইয়াহিয়া তা না করে বঙ্গবুকে গ্রেফতার করিয়ে পাকিস্তান নিয়ে যান এবং তার ফাঁসির আদেশ জারি করা হয়। শেখ হাসিনা আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র এমনকি পাকিস্তানের দলিল-দস্তাবেজের কোথাও জিয়াউর রহমানের নাম নেই (প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৬)।
শেখ হাসিনা যা বলেছেন সবই সত্য। কিন্তু যারা পঁচাত্তরের পর থেকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তারা এসব সত্যের ধার ধারে না। তারা এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে, সবই করেছে গায়ের জোরে। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করে নিজামী-মুজাহিদদের কি মন্ত্রী হতে কোন অসুবিধা হয়েছে? বঙ্গবু হত্যা, জেলহত্যা কিংবা শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার পরও ঘাতক এবং তাদের গডফাদারদের কি কখনও কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে? তারা প্রমাণ করেছে যে সত্যের জোর নয়, এখানে গায়ের জোরই হলো আসল। তাদের গায়ের জোর বেশি বলে তারা একের পর এক অন্যায় করেও ভাল আছে। বহালতবিয়তে আছে। আছে প্রবল দাপটের সঙ্গে।
প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দিনও তাই করছেন। নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরাও তাই করছেন। উত্তরার গোপন বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারাও তাই করছেন। তাদের আদর্শ খুবই স্পষ্ট। তারা বিশ্বাস করেন, গায়ের জোরে একবার বিএনপি-জামায়াতকে ক্ষমতায় বসানো গেলেই সবকিছু জায়েজ হয়ে যাবে। যেমন জায়েজ হয়ে গেছে গায়ের জোরে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলসহ জিয়াউর রহমানের যাবতীয় বেআইনি কাজকর্ম।

৪.

সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো, এবারের বিজয় দিবসে জামায়াত-শিবির 'বিজয় র‍্যালি' বের করেছে। মুজাহিদী সহাস্য মুখে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন টিভিতে। সেই সাক্ষাৎকার শুনে আলবদর বাহিনীর ঘাতকদের হাতে প্রিয়জন হারানো শোকবিহ্বল মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল আমার

জানা নেই। তবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন এমন একজনের মন্তব্য শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি মনে করেন, বিএনপি-জামায়াতচক্র যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারে তখনই দেখা যাবে তাদের আসল চেহারা। অভাবনীয় কাকে বলে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে এ দেশের মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ব্যাপারটিই তারা পাল্টে ফেলবে। তখন জামায়াতই হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। আর আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া দলগুলো হবে স্বাধীনতার শত্রু। পাকিস্তান, সৌদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে আমাদের স্বাধীনতার মহান মিত্র। আর আমাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু হবে ভারত। আমার হতভম্ভ মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ওরা পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে যে ভারতই হলো হানাদার বাহিনী। পাকিস্তানের সহায়তায় ভারতের বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ করেই বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, সাকা চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদরা স্বাধীন করেছেন এই বাংলাদেশ!

৫.

আমি ভাবি, তার আর বাকি আছে কী? যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি-ধমকির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একদিন বাংলাদেশ ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত প্যাট্রিশিয়া এ বিউটেনিসের অযাচিত হম্বিতম্বি ও দৌড়ঝাঁপ দেখে মনে সংশয় জাগে যে, বাংলাদেশ কী সত্যিই স্বাধীন হয়েছে? পদমর্যাদার দিক থেকে তার অবস্থান নাকি বাংলাদেশের একজন অতিরিক্ত সচিবের সমমর্যাদার। কিন্তু যদি বলা হয়, এ মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি কে? রাজনীতির ভেতর মহলের খোঁজখবর যারা রাখেন তারা একবাক্যে তার নামই বলতে বাধ্য হবেন। কারণ ইয়াজউদ্দিনরা, বেগম খালেদা জিয়া ও নিজামীরা আর কারও কথা না শুনলেও বিউটেনিসের কোন কথার বরখেলাপ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

কিন্তু বঙ্গবু কন্যা শেখ হাসিনা কেন মার্কিন রাষ্ট্রদুতের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজনীতি করবেন সেটা আমাদের একেবারেই বোধগম্য নয়। তার তো না জানার কথা নয় যে একাত্তরে সাকা চৌধুরী, নিজামী ও বিউটেনিসরা একযোগে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তারপর গত ৩৫ বছরে এ দেশে যত অপকর্ম হয়েছে, তার প্রত্যেকটির পেছনে মার্কিনিদের কমবেশি মদদ ছিল। এখনও পর্দার অন্তরালে যা কিছুই হচ্ছে তার পেছনেও বিউটেনিসদের হাত আছে বলে কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন। নয়তো বাউচার, বিউটেনিস এবং ড. ইউনুসরা বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি যেনতেন নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করবেন কেন? মার্কিন রাষ্ট্রদুত প্যাট্রিশিয়া বিউটেনিস নানা মহলে যেসব উস্কানিমুলক কথাবার্তা বলছেন সেগুলোকে হালকাভাবে নেয়ার কোন কারণ নেই। আওয়ামী লীগ এবং তার সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা নির্মুল (ঃড়ঃধষষু বষরসরহধঃব) করে ফেলার যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছে আকারে-ইঙ্গিতে, সেগুলো নিছক কথার কথা নয় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন।

৬.

তার অর্থ হলো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে প্রকৃতপক্ষে লড়তে হবে দেশী-বিদেশী একটি বহুদলীয় জোটের বিরুদ্ধে। সেই জোটে বিএনপি-জামায়াত ছাড়াও থাকছে ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিচারপতি আজিজ-মাহফুজের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন এবং জনপ্রশাসন ও পুলিশের একটি বড় অংশ। আর র‍্যাবকে নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের অতিরিক্ত মাতামাতি দেখে নির্বাচনে তাদের সম্ভাব্য ভুমিকা নিয়েও জনমনে

সংশয় দেখা দিয়েছে। জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় শায়খ রহমান এবং বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে যে হাজার হাজার জঙ্গিকে অস্ত্র ও  বোমাবাজির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তারাও এই জোটের পক্ষে কাজ করতে পারে বলে দেশী-বিদেশী মহলে ব্যাপক আশঙ্কা রয়েছে।
মার্কিন রাষ্ট্রদুত বিউটেনিস বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আমাকে অভিযুক্ত করছে যে, আমি এক দলের বিরুদ্ধবাদী আরেক দলকে সমর্থন করেছি। কিন্তু তাদের উভয়ের ধারণা ঠিক নয় (ইনকিলাব, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬)। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিনও শুরু থেকে নিজেকে 'নিরপেক্ষ' দাবি করে আসছেন জোর গলায়। যে কারণে ইয়াজউদ্দিনের ওপর মানুষ ভরসা রাখতে পারছে না, একই কারণে বিউটেনিসের কথার ওপরও ভরসা রাখা কঠিন বৈকি।

৭.
অতএব বাংলাদেশের জীবনে এত বিপন্ন সময় যে আর কখনও আসেনি তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। মওদুদ সাহেবরা তাদের প্রয়োজনে প্রায়ই বলেন, সংবিধান বাইবেল নয়। কথাটা সত্য। সংবিধানের অজুহাত দেখিয়ে একটি যেনতেন নির্বাচন না করে, কিছুটা বিলম্বে হলেও সব দলের অংশগ্রহণে একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ যাত্রা বাংলাদেশ বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। সেটা অসম্ভব কিছু নয়।
জনগণ চাইলে কী না হয়!

সংবাদ,
বুধবার । ডিসেম্বর ২০, ২০০৬